তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

সংবাদ

মুন্সীগঞ্জ আদর্শ মাদ্রাসা

বরখাস্ত অধ্যক্ষের দুর্নীতির ফিরিস্তি উন্মোচন

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ আদর্শ মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির যোগসাজসে অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত ইয়াতিমদের বরাদ্দ হতে অধ্যক্ষ মাহাবুব ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রতিমাসে ৭০০ টাকা করে নিয়ে সর্ব মোট ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এই অর্থ হতে এতিম খানায় দায়িত্বপালনকারীকে ৭০০ টাকা এবং বাবুর্চির জন্য ৪০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সেই টাকা দায়িত্বপালনকারী শিক্ষক ও বাবুর্চিকে দেয়া হয়নি। অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনকারীদের টাকা না দিয়েই স্বাক্ষর নিয়েছেন অগ্রিম। যার যার অর্থ বুঝিয়ে না নিয়েই পুরোটাই আত্মসাৎ করেছেন এমনটাই অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বরখাস্ত করার পর বেরিয়ে আসে একের পর এক তার দুর্নীতির ফিরিস্তি। মাদ্রাসার ২০১৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দীপনা পুরস্কারের টাকা বিতরণেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মাঝে বিতরণের কথা থাকলেও ১ লাখ টাকা নন এমপিওভুক্ত ও খণ্ডকালীন শিক্ষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সাকিব কামাল যিনি খণ্ডকালিন শিক্ষক যাকে অর্থনীতি প্রভাষক হিসেবে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাকে দেয়া হয়েছে গণিত শিক্ষক হিসেবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা কারণ তার ভাগিনা। ভাতিজি আকলিমা তাকেও গণিত শিক্ষক বানিয়ে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বণ্টন করা হয়। খণ্ডকালিন শিক্ষক রিজিয়া আক্তার ও জেবুন্নাহারকে একই কায়দায় ইংরেজি শিক্ষক বানিয়ে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বণ্টন করেন। আলিম শাখার ইংরেজি প্রভাষক শফিকুল ইসলামকে দেয়া হয় ১৫০০ টাকা। এভাবে তার অনুসারী মফিজুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেনকেও ২৫০০ টাকা করে দেয়া হয়। তার অনুসারীর বাহিরের সব শিক্ষকদের সে চাপের মুখে রাখতেন এবং উদ্দীপনা টাকা থেকে কম টাকা বণ্টন করেছেন। এমনকি এই উদ্দীপনা টাকা থেকে ৫০০ টাকা করে তিনি কেটে রেখেছেন বলে সব শিক্ষক জানিয়েছেন। হোস্টেল সুপার মাওলানা সাহাব উদ্দিন সিহাব জানান, আমি প্রতি বিলে স্বাক্ষর দিয়েছি কিন্তু আমাকে কোন টাকা দেয়া হয়নি। আমি বিলের ভাউচার বানিয়ে অধ্যক্ষকে দিলে তিনি আমার স্বাক্ষর নিয়ে চুপচাপ থাকতো কোন টাকা দিক না।

এতিম খানার হোস্টেলের বাবুর্চি নুরুজ্জামান জানান, বাবুর্চি বাবাদ সমাজ সেবা থেকে এ পর্যন্ত কোন টাকা আমি পাইনি। প্রতি মাসে অধ্যক্ষ আমার কাছ থেকে ভাউচারে স্বাক্ষর নিত কিন্তু কোন টাকা দিত না । তিনি আরো বলেন, অধ্যক্ষকে যদি বলতাম স্বাক্ষর নেন কিন্তু টাকা দেন না কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ বলতো মাদ্রাসায় যখন চাকরি করেন তখন আল্লাহ দিবে।

হোস্টেলের সার্ভিসে দায়িত্বে থাকা ক্বারী মিজান জানান, আমাদের নামে একটা ভাউচার হতো কিন্তু ভাউচারে অধ্যক্ষ প্রতি মাসে স্বাক্ষর নিতো কিন্তু কোন টাকা আমাদের দিতেন না। টাকাটা পেলে আমাদের উপকার হতো।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ মাহাবুবুর রহমানের সঙ্গে ফোনালাপকালে তিনি বলেন, অভিযোগটি সঠিক নয়। টাকাগুলো এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আসে আসার পর পর যার যার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, উদ্দীপনা টাকা বণ্টনে আমি কোন অনিয়ম করিনি এবং ৫০০ টাকা করে টাকা আমি কেটে নেইনি। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনন্দ ভৌমিক বলেন, উদ্দীপনা পুরস্কার থেকে অধ্যক্ষ কেনো ৫০০ টাকা করে কেটে রেখেছেন আমার জানা নেই। তবে বণ্টনের ক্ষেত্রে অনিয়ম হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।